প্রথম আলো

তারিখ ... 8 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ২৫ কলাম ... ২

মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা

এমপিওভুক্তির জন্য ভুয়া ডিও লেটার

বিশেষ প্রতিনিধি ●

মন্ত্রী ও সাংসদদের জাল সইয়ে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের নামে ভুয়া ডিও লেটার (চাহিদাপত্র) দেওয়া হয়। একটি বিশেষ চক্র ভুয়া ডিও লেটারের ভিত্তিতে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে নেয়।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এ অভিযোগ করেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ শুনে তা যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে শিক্ষা উপদেষ্টার তালিকা খতিয়ে দেখারও নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে।

জানা যায়, তৃতীয় তালিকায় নতুন প্রায় দেড় শ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হতে পারে। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদদের দাবির মুখে এমপিওভুক্তির তালিকার আকার পুনরায় বাড়ানো হচ্ছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা মন্ত্রী-সাংসদদের অভিযোগ যাচাই-বাছাই করে দেখছি। পর্যালোচনার ভিত্তিতে ও মন্ত্রী-সাংসদদের দাবির মুখে এমপিওভুক্তির তালিকা সামান্য বাড়ানো হতে পারে।'

এদিকে গতকালের বৈঠকে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা 'আউটলাইন পার্সপেকটিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। তবে এ পরিকল্পনায় কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করে তা ফেরত পাঠানো হয়। আগামী বৈঠকে এটা নতুন করে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সূত্র জানায়, বৈঠকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক বিপ্লব গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের নির্দেশ দেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন ২০১০-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে জাতীয় হজনীতি ও হজ প্যাকেজের সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ করে আগে অনুমোদিত নীতিতেই এবারের হজ পরিচালিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠকে জাতীয় হজনীতি ও হজ প্যাকেজের সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হয়, গত বছর সরকার সুষ্ঠুভাবে হজ ব্যবস্থাপনা করেছে। হজ নিয়ে কেউ তেমন বিতর্ক তুলতে পারেনি। সে জন্য আগের হজনীতিই বহাল রাখার পক্ষে মত দেওয়া হয়। ফলে আগের অনুমোদিত নীতিতেই এবারের হজ পরিচালিত হবে।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ সাংবাদিকদের জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতেই নিমতলী ও বেগুনবাড়ির হতাহতের ঘটনায় শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম এ আজিজ শোক প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে সর্বসম্মতভাবে তা গৃহীত হয়। সভায় ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনে মনু মিয়াসহ সব শহীদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করা হয়।